## *টুসি সরকার এর স্বপ্ন বাস্তবয়ন এর কাহিনি*

নাম - টুসি সরকার

আইডি নাম্বার - ০০১২৯৬

বয়স - ৩৪

ঠিকানা - মনোহরপুর, নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

ট্রেড - টেলারিং

হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ব্লকের নলপুর গ্রামপঞ্চায়েত এর মনোহরপুর, উত্তর পাড়ার বাসিন্দা টুসি সরকার, ছোট বেলা থেকেই ইছা ছিল নিজে কিছু করবেন, কিন্তু বাস্তবতা ও দারিদ্রতার কাছে মানুষকে পরাজয় স্বীকার করতেই হয় কিছু সময় এর জন্য, স্বীকার করেও নিয়েছিলেন টুসিদি, কিন্তু মাঝে মাঝেই তাঁর স্বপ্ন তাকে জাগিয়ে তুলত। এমত অবস্থায় সুযোগ পেলেই সেলাই শিখে নিতেন মেসিন দেখলেই। ছেঁড়া ফাটা সেলাই করে করে হাত সেট করতে চাইতেন। স্বামী সুশান্ত সরকার অবশ্য চাইতেন যে স্ত্রি নিজের স্বপ্ন পুরন করুক তাই উনি কোনদিন বাধা দেয়নি কোন বিষয়ে। স্ত্রি যখন দেখতেন কিভাবে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেসিন এর কাজ শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করছে তখন উনি সবসময় চিন্তা করতেন কিভাবে স্ত্রিকে নিজের কিছু করে দেওয়া যায়।

স্বনির্ভর দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন যাতে কোন ভাবে বিনা মুল্যে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন কিন্তু কোন ভাবেই সুযোগ পাচ্ছিলেন না, এর মধেই ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হয় SIDBI supported AMFI-WB WE-LEAD প্রজেক্ট, মনোহরপুর গ্রামে সার্ভে চলাকালীন টুসি দির সাথে পরিচয় হয় ওখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে। সব শুনে উনি ইডিপি ট্রেনিং এ অংশগ্রহন করেন। ইডিপির পর উনি ওনার স্বপ্নের প্রশিক্ষণ টেলারিং এর সাঁকরাইল ব্লকের প্রথম ব্যাচে অংশ নেন।

২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে সাপ্তাহিক তিন দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ তিন মাসে মাত্র দুই দিন আসতে পারেননি উনি বাকি দিন গুলিতে মনোযোগ সহকারে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করে পরীক্ষা এবং সুন্দর প্রজেক্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

শেখা তো হলো এবার আসল যুদ্ধ শুরু নিজের স্বাধীন ব্যবসা কিভাবে হবে কোথায় টাকা পাবো এত সব প্রশ্নের মাঝে স্বামী একটা মেশিন কিনে দেন। আপাতত পথ চলা শুরু করেন টুসি দি, এর পর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সহায়তায় লোন নেন ২৫০০০/- টাকা এবং পরিবারের বাকি টাকা যোগাড় করে নিজের স্বপ্নের পথ চলা শুরু করেন। খুলে ফেললেন নিজের দোকান, অনেক কস্ট অনেক ত্যাগ এর ফলে এই সফলতা আসলো। জিবনে যা চেয়েছিলেন তা পেলেন। অতন্ত আনন্দের সাথে SIDBI supported AMFI-WB WE-LEAD প্রজেক্ট এর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন, ধন্নবাদ জানান যে আমার জিবনে যেমন ঈশ্বর এর আশীর্বাদ আছে তেমন আপনারা না আসলে হয়ত এই স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যেতো।

দিদি দোকানের নাম দিয়েছেন সায়ানি গার্মেন্টস মেয়ের নামে নাম করন করেছেন নিজের স্বপ্নের। ওই এলাকায় হাতের কাছে এরকম দোকান এর আগে ছিল না তাই হাতের কাছে দোকান পেয়ে এলাকার মানুষ ও খুব খুশি। খুব ভাল না হলেও ভালই কাজ চলছে ওনার। সিসেন এর সময় কাজের ভীষণ চাপ থাকে।

দোকানে বিনিয়োগ ও উপরজিত অর্থ --

| দোকান ও অন্যান্য জিনিস এর খরচ | নিজ ও বাড়ির সহায়তায় টাকা যোগাড় | উপার্জিত টাকা (মাসিক আয়) |
|---|---|---|
| ৫০০০০ /- | ৫০০০০/- | ১৫০০/- |

পরিশেষে এই কথা বলা যায় মানুষ কোনও কিছু জিনিষ যদি মনে করে সে সেটা অর্জন করতে পারে এর উদাহরন বহুবার আমরা দেখেছি মনিষীদের জীবন কাহিনি ও ইতিহাসের পাতায়। আজ আবারও টুসি দির লড়াই দ্বারা তা

প্রমানিত হলও। টুসি সরকার উই লিড প্রজেক্টের একজন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা হয়ে প্রমান করেছেন।

# <u>নিজ দোকানে কর্মরত টুসি সরকার</u>

------------------------------ o ------------------------------

**Tusi Sarkar - A Dream Realized Through WE LEAD supported by SIDBI**

**Background**

**Name:** Tusi Sarkar
**ID Number:** 001296
**Age:** 34
**Address:** Manoharpur, Nalpur, Sankrail, Howrah
**Trade:** Tailoring

**Challenges**

Tusi Sarkar, a resident of Manoharpur, Howrah, always dreamed of being self-reliant. However, the economic struggles of her family made it difficult to achieve this aspiration. Despite the hardship, she had a passion for sewing and often practiced the craft whenever possible. Her husband, Sushant Sarkar, supported her dream and encouraged her to pursue her passion for tailoring, despite the financial constraints.

**Turning Point**

The journey towards realizing her dream began when Sushant joined a self-help group in the hopes of accessing free training opportunities for his wife. Though the initial attempts did not bear fruit, the arrival of the SIDBI-supported AMFI-WB WE-LEAD project in 2023 proved to be a pivotal moment. Tusi had the chance to meet a WE-LEAD representative during a survey in her village, where she shared her aspirations.

This led to her enrollment in the Entrepreneurship Development Program (EDP) and her participation in the first-ever tailoring training batch in Sankrail block. Tusi's commitment to learning was clear: for three months, she attended the training sessions diligently, missing only two days. Her hard work paid off, as she secured second place in the final exam and project presentation.

**Overcoming Challenges**

After completing her training, Tusi faced a new set of challenges: how to fund and manage the logistics of starting her own business. With her husband's support, who purchased a sewing machine for her, and a loan of ₹25,000 from her self-help group, along with family savings, Tusi was able to overcome the financial barriers. The combined investment of ₹50,000 enabled her to open her own tailoring shop, which she named "Sayani Garments" after her daughter.

**The Business: "Sayani Garments"**

Tusi Sarkar's shop, "Sayani Garments," marked the first tailoring business in her locality. The shop was warmly received by the community and began to steadily grow. Tusi has managed to attract a loyal customer base, especially during peak seasons, which brings in high demand.

Though the business is still in its early stages, Tusi's determination and commitment to quality service are evident. With a monthly income of ₹1,500, she continues to strive towards her goals, providing for her family while also fulfilling her passion for tailoring.

**Financial Summary**

- **Investment:** ₹50,000 (Shop expenses and other necessities)
- **Funding Sources:** ₹25,000 (Loan from self-help group), ₹25,000 (Family savings)
- **Monthly Income:** ₹1,500 (Currently)

**Gratitude and Impact**

Tusi Sarkar is immensely grateful to the SIDBI-supported AMFI-WB WE-LEAD project, acknowledging that without their intervention, her dream might never have become a reality. Through the training and support provided, she was able to transform her life, becoming a successful entrepreneur.

Tusi's story serves as an inspiring example of resilience and determination. Her journey from a dream to reality shows how, with the right support, individuals can overcome adversities and achieve success, even in the face of challenging circumstances.

**Conclusion**

Tusi Sarkar's case highlights the transformative power of entrepreneurship and the significant role of initiatives like the WE-LEAD project in enabling individuals to realize their potential. Her story not only showcases the importance of education, mentorship, and financial support but also serves as an inspiration for others in her community to follow their dreams, no matter the obstacles they face.